[redacted]

[redacted]

প্রযোজ্য হবে কিনা সেই বিষয়ে রোববার গণভোট হয়।

সুইজারল্যান্ডে এই প্রস্তাবের কোথাও বোরকা বা নেকাবের কথা আলাদা করে বলা হয়নি। তবে এর পক্ষের রাজনৈতিক প্রচারে মুসলিম নারীদের পোশাককে সামনে আনা হয়।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্য সুইস পিপলস পার্টি প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়। তাদের বিলি করা একটি প্রচারপত্রে বোরকা পরা এক নারীর চিত্র ব্যবহার করে লেখা হয়েছে—‘ইসলামি উগ্রবাদ থামাও’।

অথচ বাস্তবতা হলো সুইজারল্যান্ডে সচরাচর বোরকা, নেকাব পরিহিত নারী তেমন একটা দেখা যায় না। তার পরও এমন প্রস্তাব ওঠা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আছে।

এই বিষয়ে সুইস পিপলস পার্টির সংসদ সদস্য জ্যঁ-লুক অ্যাডোর বলেন, বোরকা পরা খুব বেশি নারী সুইজারল্যান্ডে নেই সেটি সৌভাগ্যের। তার যুক্তি— কোন বিদ্যমান সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই সমাধান করা উচিত।

তবে সরকার ও সংসদ এ নিয়ে দেশজুড়ে নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে ছিল। এর মাধ্যমে অকারণ ইসলামভীতি ছড়ানো হচ্ছে বলেও মত তাদের।

বিপক্ষের একটি প্রচারপত্রে বলা হয়েছে— অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় ও ইসলামভীতি ছড়ানো বোরকাবিরোধী আইনকে না বলুন।

পরকীয়া দেখে ফেলায় যুবককে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় পরকীয়া দেখে ফেলায় ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে এক যুবককে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত যুবকের নাম রাজু মিয়া (২০)।

রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌরশহরের দেবগ্রাম এলাকায় এ ঘটনা

ঘটে।

এদিকে এ ঘটনায় পরকীয়া প্রেমিকাসহ ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। ।

নিহত রাজু ওই গ্রামের দুলাল মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা আলমগীর মিয়ার ছেলে। তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগতি উপজেলার চরজগবন্ধু গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাজ শেষে রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাড়িতে ফিরছিলেন রাজু মিয়া। এ সময় বাড়ির কাছ থেকে শুভ নামের ওই যুবক ডেকে নিয়ে যায় রাজুকে।

দেবগ্রামের স্টিল ব্রিজ এলাকার নির্জন স্থানে নিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাজুকে ছুরিকাঘাত করে শুভ। এতে গুরুতর আহত হন রাজু। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে আশুগঞ্জ এলাকায় রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। তবে শুভর পরকীয়া দেখে ফেলায় রাজুকে হত্যা করা হয়েছে বলে নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ ঘটনার পর অভিযুক্ত শুভ পলাতক থাকলেও শুভর মা শাহনাজ বেগম (৩৫) ও পরকীয়া প্রেমিকাসহ (১৮) ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত শুভ দেবগ্রামের শেখ রেজাউল করিমের বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা এবং ভ্যানচালক মহিউদ্দিন মিয়ার ছেলে।

নিহতের মা মনোয়ার বেগমের অভিযোগ, তিন মাস আগে পাশের বাড়ির এক কিশোরীর সঙ্গে রাতে শুভ পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। এসময় আমার ছেলে সেটা দেখে ফেলে। এনিয়ে শুভর সঙ্গে রাজুর কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরেই আমার ছেলেকে সে হত্যা করেছে। আমি এ হত্যা কাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই।

আখাউড়া থানার ওসি রসুল আহমদ নিজামী যুগান্তরকে জানান, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আটকদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

অভিযুক্ত শুভকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রঙিন চশমা খুলে সত্যের দিকে তাকানো দরকার: জয়া

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ সোমবার। দিবসটি উপলক্ষে একটি নিবন্ধন লিখেছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান।

দুই বাংলার জনপ্রিয় এ অভিনেত্রীর নিবন্ধনটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

জয়া আহসানের নিবন্ধনটি যুগান্তর পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস এলে আজকাল আমার কাছে শঙ্খ ঘোষের অতিপরিচিত সেই কবিতার চরণটিই মনে ফিরে ফিরে আসে, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।’ পণ্য, ভোগ আর প্রচার—এসবের আতিশয্যে এই দিনটির মহিমা যেন ঢাকাই পড়ে গেছে। কী এক উত্তাল আকাঙ্ক্ষা থেকে এই দিনটির শুরু হয়েছিল, আর কনজিউমারিজমের ধাক্কায় দিনটি আজ কোথায় এসে পড়েছে।

যেই চেতনা থেকে এই দিনটি শুরু হয়েছিল, সেই চেতনাটি ফিরিয়ে আনা দরকার সবার আগে।

কী সেই চেতনা? ১৫ হাজার নারী সেই ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্কের রাজপথে নেমে এসেছিলেন। কেন? তাঁদের দাবি ছিল, তাঁদের কাজের সময়সীমাটা সহনীয় মাত্রায় নেমে আসুক। মজুরি সামান্য বাড়ুক। তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হোক। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মেয়েরা যে চারদিন ধরে ধর্মঘট করেছিল, তাঁদের দাবি ছিল সামান্য—‘রুটি আর শান্তি’।

ভালোমতো খেয়াল করলে দেখব, আলাদা করে এসবে কিন্তু নারীর জন্য বিশেষ কোনো দাবি নেই। এর সবটাই মানুষ হিসেবে বাঁচারই দাবি। ব্যাপারটাই তা–ই। নারীর দাবি তো আসলে মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করারই দাবি।

নারীর এই দাবি সে অর্থে পুরুষের দাবিই বা হবে না কেন? পুরুষদেরও তো নিছক পুরুষ হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বাঁচতে হবে। তারা যদি

নারীর বাঁচার দাবির অংশ থেকে বেশিটা কেড়ে নেয়, তাহলে যে মনুষ্যত্বের মধ্যেই টান পড়ে।

কিন্তু যে দাবির জন্য মেয়েরা একদিন পথে নেমেছিল, এক শতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে এসেও সে দাবির কতটা পূরণ হলো তাঁদের? এখনো যখন পথে–প্রান্তরে কলে–কারখানায় নারী শ্রমিকদের এই একই দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে দেখি, বিষণ্ণ হয়ে ভাবি, সভ্যতা তাহলে কত দূর এগোল? হ্যাঁ, আমাদের মতো সমাজের একটি অংশের কাছে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, এসেছে কিছুটা আরাম। বড় একটা অংশ তো পড়ে আছে বিভেদের দুর্ভাগ্যজনক একটা রেখার তলায়। ওঁদের বাঁচার দাবি এখনো অপূর্ণ।

এ জন্য বলতে চাই উদ্যাপনের চাকচিক্যে যেন নারী দিবসের চেতনাটা আমরা হারিয়ে না ফেলি।

আগের কথা দুটোর আভাসই যেন দেখতে পাই আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে। এত এত নারীশ্রমিক যে যুক্ত হলেন এখানে, তাতে কী যে যুগান্তকারী একটা বদল ঘটিয়ে দিলেন তারা দেশের অর্থনীতিতে। বিদেশ থেকে যে ডলার আসছে, সেখানে বড় সংখ্যাটাই এসব দরিদ্র মেয়ের অবদান। তারা বদলাতে এসেছিলের নিজের জীবন, অথচ পাল্টে দিলেন সারা দেশের জীবনধারা। বিনিময়ে নিজেদের জীবন কতটুকুই বা বদলাতে পারলেন তাঁরা? যৎসামান্য।

মেয়েরা যে ঘরে ঘরে কাজ করছেন; সংসার সামলে, পরিবারের সবার ভালোমন্দ দেখে রেখে, সন্তান মানুষ করে শুধু নিজেদের নয়—পুরো সমাজটাকেই তারা এগিয়ে নিচ্ছেন। খবরে পড়েছিলাম, বাংলাদেশের অর্ধেকের কাছাকাছি নারী ঘরের কাজে যুক্ত, পুরুষেরা ১ শতাংশেরও কম। কী করুণ দৃশ্য।

এই আমাদের চারপাশের দেশগুলোর ছবিও তো এর চেয়ে বড় রকমের আলাদা কিছু হওয়ার কারণ নেই। এর হিসেব তো আমরা নিচ্ছি না। এসব নিয়ে কথা হচ্ছে বিস্তর, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় আমাদের হৃদয় সেখান থেকে নিদারুণভাবে বিচ্ছিন্ন। সে জন্য কথা হলেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

এই যে বৈষম্য, কোভিড–১৯ অতিমারির পরে তা আরও গভীর হয়ে উঠেছে। একটা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, অসম্ভব এই সময়ে মেয়েদের ওপরে যৌন নির্যাতন বহুগুণ বেড়ে গেছে। গবেষণা বলছে, নারী আর পুরুষের মধ্যে গত ২৫ বছরে যতটুকু সমতা এসেছিল, এই অতিমারি সেটি ধুয়ে–মুছে দিয়েছে। গবেষণা বলছে আরও নিষ্ঠুর কথা, আগামী এক শতাব্দীতেও নাকি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

---

[illegible]

[illegible]

এদের মধ্যে জেলার রফিকুল ইসলামকে প্রত্যাহার, সহকারী প্রধান কারারক্ষী রফিকুল ইসলাম ও কারারক্ষী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত এবং সহকারী কারারক্ষী কামাল হায়দারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে। ডিআইজি প্রিজন ফজলুল হক যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে নিয়মিত বন্দি গণনাকালে ওই বন্দির (হাজতি নম্বর: ২৫৪৭/২১) অনুপস্থিতির বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এ ঘটনার পর বিকালে নিখোঁজ বন্দির সন্ধানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বাজানো হয় ‘পাগলা ঘণ্টা’। এ ছাড়া কারাগারে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারাগারে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। এ ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় জিডি করা হয়েছে।

কারাগার সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সদরঘাট থানার একটি হত্যা মামলার আসামি রুবেল। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সদরঘাট থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায়। কারাগারে পাঠানোর পর এই বন্দিকে রাখা হয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ১৫ নম্বর কর্ণফুলী ভবনের ‘পানিশমেন্ট ওয়ার্ড’ হিসেবে বিবেচিত একটি ওয়ার্ডে।

শনিবার সকালে নিয়মিত বন্দি গণনাকালে কর্ণফুলী ভবনের বন্দি রুবেলের অনুপস্থিতির বিষয়টি ধরা পড়ে। এর পর থেকে দিনভর কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডে খোঁজ করেও ওই বন্দির হদিস মেলেনি।

মমতা জয়ী হলে আরেকটি কাশ্মীর হবে পশ্চিমবঙ্গ: বিজেপি নেতা

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে আরেকটি কাশ্মীরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি জনসংঘের এই প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা না থাকতেন, তবে বাংলাদেশের মতো

ভারতও একটি ইসলামিক দেশে পরিণত হতো।

এনডিটিভি ও হিন্দুস্থান টাইমসের খবরে এমন তথ্য মিলেছে।

মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠসহযোগী ছিলেন শুভেন্দু। এখন তারা একই আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছেন।

শনিবার বেহালার মুচিপাড়ায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি বলেন, যদি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি না থাকতেন, তবে ভারত ইসলামিক দেশে পরিণত হয়ে যেত। আমাদের বাংলাদেশে বসবাস করতে হত। যদি তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীরে পরিণত হয়ে যাবে।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস।

এই রাজনীতিবিদ আরও বলেন, বছর চারেক আগে নারায়ণগঞ্জের এমপি শামীম ওসমান প্রথম ‘খেলা হবে’ শ্লোগান দেন। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান, যে কারণে তিনি জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে এসেছেন। আমাদের স্লোগান হল—‘ভারত মাতা কি জয়’ ও ‘জয় শ্রীরাম’।

তার এই বক্তব্যের জবাবে কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, বিজেপির বক্তব্য অনুসারে, ২০১৯ সালের আগস্টের পর কাশ্মীর স্বর্গে পরিণত হয়ে গেছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ যদি কাশ্মীর হয়, সমস্যা কী?

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা চবি শিক্ষার্থী, নাইমুল হাসান মিশন

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী। তার নাম নাইমুল হাসান মিশন (২১)। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে। খাগড়াছড়ির রামগড়ের ফেনীর কুল এলাকার

সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত মোহাম্মদ কামাল উদ্দীনের বড় ছেলে তিনি।

আজ শনিবার (৬ মার্চ) সকালে তার শয়নকক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। এ সময় একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরেন মিশন। খাবার খেয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে যান। সকালে কক্ষের দরজা না খোলায় ছোট ভাই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মিশনকে ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে দরজা ভেঙে পরিবারের সদস্যরা তার লাশ নামিয়ে আনে।

এদিকে, মিশনের রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে; যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার বেঁচে থাকার জন্য কোনো ইচ্ছে নেই। তাই আমি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। ডারউইন বলেছিলেন Survival for fittest. but i not even fit. আমার জন্য কেউ কখনো কষ্ট পেয়ে থাকেন পারলে মাফ করে দিয়েন। আম্মু আমাকে মাফ করে দিয়েন। লিমনের (ছোট ভাই) খেয়াল রাখিয়েন। আব্বু আমাকে সফল করার জন্য অনেক কিছু সহ্য করেছেন। আমি পারিনি। তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এ দুনিয়া আমার জন্য না, সবাই পারলে আমাকে মাফ করে দিবেন। বিদায়।’

মিশনের পরিবারের সদস্যরা জানান, সে মানসিকভাব অসুস্থ ছিল। বেশ কয়েকবার চিকিৎসাও করানো হয়। দীর্ঘ দিন ধরে বিষন্নতা এবং হতাশায় ভুগছিলেন। তবে আজ তার আচরণ স্বাভাবিক ছিল।

এদিকে, মিশনের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পুরো এলাকায়। সে খুবই মেধাবী একজন শিক্ষার্থী ছিলো।পিএসসি,জেএসসি,এসএসসি এবং এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকে সে বিষন্নতায় এবং হতাশায় ভুগতে থাকে।

রামগড় থানার এস আই অজয় চক্রবর্তী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আত্মহত্যা করেছে বলে শুনেছি।তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি প্রেরণ করা হবে।

মোদির সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে নামছেন ফাটাকেষ্ট

ভারতের কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রোববার নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এ নিয়ে দেশটির রাজনীতিতে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলছে।

এর আগে তিনি মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে তিনি বিজেপির হয়ে প্রচারে নামবেন কিনা; তা এখনো পরিষ্কার হওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টিও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।—খবর এনডিটিভি ও আনন্দবাজারপত্রিকার

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মিঠুন চক্রবর্তীর মুম্বাইয়ের বাংলোতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। এরপরেই তার আনগত্য পরিবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে।

এনডিটিভি জানায়, বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে এক রকম এড়িয়ে গেছেন বিজেপির জাতীয় মহাসচিব কৈলাশ বিজয়াবারই। তিনি বলেন, সেখানে কেবল জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থাকবেন। মোদি অনেক বড় সেলিব্রেটি। যারা আসবেন, তাদের আমরা স্বাগত জানাব। যদি মিঠুন চক্রবর্তী আসেন, তবে তাকেও আমরা স্বাগত জানাব।

বিজেপির সূত্র জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যেসব জনপ্রিয় ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে একজন হবেন মিঠুন।

দলটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট জয় প্রকাশ মজুমদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ও তার বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন, যারা মমতার অধীনে বাংলার পিছিয়ে পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। মিঠুন চক্রবর্তীও তাদের একজন।

রাজ্যটিতে ৭০ বছর বয়সী এই অভিনেতার বহু ভক্ত ও অনুরাগী রয়েছেন।

২০০৬ সালে এমএলএ ফাটাকেষ্ট সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। বিশেষ করে ‘মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে’ সংলাপটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে।

সাম্প্রতিক তার রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। মিঠুন কী করবেন, সে ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। মিঠুন ‘হ্যাঁ’ যেমন বলেননি। ‘না’-ও বলেননি।

বিদ্যুৎ চুলা সিগারেটে ৭০ ভাগ দুর্ঘটনা

অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে ছাই হচ্ছে। প্রাণহানি হচ্ছে অসংখ্য মানুষের। করোনা মহামারির মধ্যেও গত বছর ২১ হাজার ৭৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ২৪৬ কোটি টাকার বেশি। সবচেয়ে বেশি সাত হাজার ৭২৯টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বৈদ্যুতিক গোলযোগে।

ইলেকট্রিক, গ্যাস ও মাটিসহ বিভিন্ন চুলা থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিন হাজার ৫৬৪টি অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা থেকে তিন হাজার ৪৬৫টি অগ্নিদুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। আর মোট অগ্নিকাণ্ডের ৭০ শতাংশেরও বেশি (১৪ হাজার ৭৫৮টি) ঘটেছে এই তিনি কারণে। সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে বাসাবাড়ি ও আবাসিক ভবনে। ২০২০ সালের অগ্নিদুর্ঘটনায় নারীর প্রাণহানির সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণেরও বেশি। আর আহতও হয়েছে বেশি পুরুষ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় প্রতি বছরই চুলা, বিদ্যুৎ ও বিড়ি-সিগারেট থেকে সর্বোচ্চ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। গেল বছর চুলা থেকে সৃষ্ট আগুনে ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি ৯৫ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫০ টাকার সম্পদ। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে লাগা আগুনে ১০১ কোটি ২৩ লাখ ৯৩ হাজার ১০৮ টাকা এবং বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোর আগুনে ক্ষতি হয়েছে ১৪ কোটি ২০ লাখ ৯ হাজার ৬২৬ টাকার সম্পদ।

মধ্যে বাসাবাড়ি ও আবাসিক ভবনে সর্বোচ্চ ছয় হাজার ১৫০টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বহুতল ভবনে ১৪২টি, রান্নাঘরে দুই হাজার ৪৮৪টি, শপিংমল ও মার্কেটে ৪২৮টি, হাট-বাজারে ৬৭২টি, দোকান (মুদি ও টংসহ) এক হাজার ৮৮৪টি, পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (রপ্তানিমুখী) ১৭৭টি, পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (স্থানীয়) ৯৬টি, পোশাক শিল্প ব্যতীত অন্য কলকারখানায় ৩৮৩টি, পাটগুদাম ও পাটকলে ৮০টি, কেপিআই-এ ২০টি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৫টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি) ৩৩টি, ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য অফিসে ৯৬টি, হোটেল-মোটেল-রেস্তোরাঁয় ২১১টি, হাসপাতাল-ক্লিনিক-ফার্মেসি-ল্যাবে ৯০টি, বেজমেন্টে ১৮টি, বস্তিতে ১০৯টি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ৮৬টি, নৌযানে (জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি) ২১টি, ট্রেনে চারটি, গাড়িতে (স্থলপথে চলে এমন সব যান) ২৮২টি, গ্যাসলাইন ও গ্যাস সিলিন্ডারে ৯৫৭টি, বয়লারে ২০টি, এসিতে ৩২টি, বন-জঙ্গলে ১৪৮টি, গোশালা ও খড়ের গাদাসহ এ ধরনের স্থানে তিন হাজার ৯১টি অগ্নিকাণ্ড হয়। এর বাইরে অন্যান্য স্থানে তিন হাজার ২৯৪টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে।

কুয়েতে একমাস দিনে ১২ ঘন্টার কারফিউ

কুয়েতে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনার নতুন স্ট্রেন বেড়ে যাওয়ার আগামী রোববার থেকে ১২ ঘন্টা কারফিউ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দেশটির মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে করোনারোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে স্থানী আরবী দৈনিক আল কাবাস ও আল আনবাসহ একাধিক গণমাধ্যমে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়।

খবরে বলা হয়, ৭ মার্চ থেকে ১ মাসের জন্য প্রতিদিন বিকাল ৫ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বাহিরের দেশের নাগরিকদের দেশটিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত। লোক সমাগমের স্থান সমূহ পার্ক, বাংলো বন্ধ থাকবে।

কুয়েতে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে১ হাজার৭১৬ জন। সুস্থ হয়েছে ১ হাজার ১২৫ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৯ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭ জন।

শিগগিরই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন: আইনমন্ত্রী

কিছু দিনের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

শুক্রবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

পরে মন্ত্রী স্টেশনের বাইরে এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি বলেন, আপনারা সবাই যদি শেখ হাসিনার সঙ্গে থাকেন, তা হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সাহসে পদ্মা সেতু নিজেদের টাকায় করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে। বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। সবই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে।

এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর দপ্তর) মো. আবু সাঈদ, আখাউড়া পৌরসভার মেয়র মো. তাকজিল খলিফা কাজল, ইউএনও মোহাম্মদ নূর-এ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় শতাধিক সংগঠন ও ব্যক্তি ফুলেল শুভেচ্ছাসহ মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মন্ত্রী প্রায় এক বছর পর তার নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় এলেন।